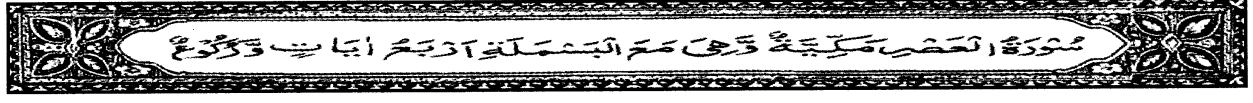


সূরা আল্ 'আস্‌র-১০৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি নবুওয়তের প্রথম দিকের সূরা। পাশ্চাত্যের লেখকবৃন্দ ও মুসলিম তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত। পূর্ববর্তী সূরাতে মানুষের ধন-লিঙ্গা ও প্রভূত অর্থ-বিত্ত সম্বন্ধে অদম্য নেশা ও প্রতিযোগিতার বিষয় এবং তার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন-যাপন সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং অপচয়ের নামান্তর। পার্থিব উন্নতি ও ইহজাগতিক উপাদান-সম্বলিত স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে বাঁচাতে পারে না, যদি তারা ঈমানের অধিকারী না হয় এবং সৎকর্মশীল পবিত্র জীবন যাপন না করে। এটাই 'আসর' বা 'সময়ের' চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা। ইহ জাগতিক সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, ক্ষমতা, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আতিশয্য অবিশ্বাসীদেরকে, বিশেষত পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোকে, এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, তারা ভাবতে শুরু করেছে এসব কখনো তাদের হস্তচ্যুত হবে না বা হ্রাস পাবে না। অপর পক্ষে মুসলিম জাহানেও নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এসেছে বলে মনে হয়। এ সূরাটি এ যুগের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক-যুক্ত। অবশ্য এটা নবী করীম (সাঃ) এর সময়ের জন্যেও প্রযোজ্য। কেননা 'আল্ 'আস্‌র' বলতে তাঁর আবির্ভাবের সময়কেও বুঝায়।



সূরা আল্ 'আস্‌র-১০৩

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকু

১। *আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। যুগের কসম^{৩৪২৭}।

وَالْعَصْرِ ②

৩। নিশ্চয় মানুষ^{৩৪২৮} এক বড় *ক্ষতির মাঝে রয়েছে^{৩৪২৯},

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ③

৪। সে সব লোক ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং (নিজে) সত্যে দৃঢ় থেকে অন্যকে সত্যে দৃঢ় থাকার উপদেশ দেয় আর (নিজে) ধৈর্য ধরে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়^{৩৪৩০}।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ④
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ⑤

দেখুন : ক ১ঃ১ খ. ১০ঃ৪৬ গ. ৯০ঃ১৮।

৩৪২৭। 'আসর' অর্থ সময়, ইতিহাস, যুগ, যুগ-পরম্পরা, অপরাহ্ন, গোখুলি বেলা। 'আল্ আস্‌র' অর্থ দিবা-রাত্রি বা সকাল-সন্ধ্যা (মুনজিদ, লেইন)।

৩৪২৮। এখানে 'আল ইনসান' বা মানুষ কুরআন শরীফের ১৭:১২, ১৮:৫৫, ৩৬:৭৮ এবং ৭০:২০ আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যথা: অস্থির-ছটফটে, ঝগড়াটে ও আল্লাহ্‌র নবীর বিরোধিতাকারী।

৩৪২৯। ইতিহাসের এক অমোঘ সাক্ষ্য হলো, ব্যক্তি বা জাতির কাছে যখন জীবনের সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধা আসে অথচ তারা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে না, যারা মানুষের ভাগ্য-নির্ধারণী চিরন্তন প্রাকৃতিক নীতি-নিয়ম অবহেলা ও অমান্য করে তারা পরিণামে দুঃখে পড়ে যায়। এ সব ব্যক্তি ও জাতি সময়ের সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় হেঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এ সূরার 'আল্ ইনসান' শব্দের দ্বারা এরূপ ব্যক্তি ও জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। ঐশী বিধানকে অবজ্ঞা করে বিনা শাস্তিতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই।

৩৪৩০। এ সূরাতে এবং কুরআনের আরো কতিপয় সূরাতে মু'মিনগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেবল নিজেই সত্য ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ আদর্শ অবলম্বন করলে চলবে না, বরং অপরের মাঝে ওগলোর প্রচার, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে, যাতে নিজেদের পারিপার্শ্বিকতায়ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও বিরাজিত থাকে। তাদেরকে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ সুকঠিন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তারা অবশ্যই বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকার হবে। এমতাবস্থায় তারা যেন নিরুৎসাহিত ও ভীতিগ্রস্ত না হয়, বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। এরূপে এ সূরাটি একটি মাত্র আয়াতে এমন উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে যা অবলম্বনের ফলে মানব-জীবন সত্যিকার অর্থে সুখী, পরিতৃপ্ত, উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠে।